

সূরা ৯৩ : দুহা, মাক্কী

(আয়াত ১১, রুকু ১)

৯৩ – سورة الضحىٰ مَكِّيَّةٌ

(آيَاتُهَا : ১১, رُكُوعَاتُهَا : ১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(১) শপথ পূর্বাহ্নের

১. وَالضُّحَىٰ

(২) শপথ রাতের যখন ওটা
সমাচ্ছন্ন করে ফেলে;

২. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

(৩) তোমার রাব্ব তোমাকে
পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার
প্রতি বিরূপও হননি।

৩. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

<p>(৪) তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয় বা কল্যাণকর।</p>	<p>٤. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ</p>
<p>(৫) অচিরেই তোমার রাব্ব তোমাকে এরূপ দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।</p>	<p>٥. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ</p>
<p>(৬) তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেননি?</p>	<p>٦. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ</p>
<p>(৭) তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।</p>	<p>٧. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ</p>
<p>(৮) তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন।</p>	<p>٨. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ</p>
<p>(৯) অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়োনা,</p>	<p>٩. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ</p>
<p>(১০) আর যাব্ধকারীকে ভৎসনা করনা।</p>	<p>١٠. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ</p>
<p>(১১) তুমি তোমার রবের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাক।</p>	<p>١١. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.</p>

সূরা দুহা নাযিল করার কারণ

জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি এক বা দুই রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য দাঁড়াতে পারেননি। এটা জেনে এক মহিলা এসে বলল : ‘হে মুহাম্মাদ! আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তোমার শাইতান পরিত্যাগ করেছে।’ তখন মহামহিমাবিত আল্লাহ , وَضْحَىٰ, وَكَيْلٍ إِذَا سَجَىٰ, ,

এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৪/৩১২, ফাতহুল বারী ৩/১১, ৮/৫৮০-৮১, ৬১৯; মুসলিম ৩/১৪২১-৪২২, তিরমিযী ৯/২৭২, নাসাঈ ৬/৫১৭, তাবারী ২৪/৪৮৫-৮৬) এই বর্ণনাকারী জুন্দুব হলেন ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাযালী আল আলাকী (রহঃ)। আল আসওয়াদ ইব্ন কায়স (রহঃ) থেকে জুন্দুব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিবরাঈলের (আঃ) আসতে কয়েকদিন বিলম্ব হয়েছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি করতে শুরু করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রাব্ব পরিত্যাগ করেছেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা উপরোক্ত আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ২৪/৪৮৬)

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : কুরআন নাযিল হওয়ার পর একবার জিবরাঈলের (আঃ) বাণী নিয়ে আসা নিয়মিত সময়ের বিরতির চেয়ে কিছুদিন দেরী হয়। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনেও উদ্ভিগ্নতা দেখা দেয়। কাফিরেরা বলতে থাকে যে, তাঁর মালিক তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাঁকে অপছন্দ করেছেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু এ আয়াতটি (সূরা দুহা, ৯৩ : ৩) নাযিল করেন যে, তাঁর রাব্ব আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে পরিত্যাগ করেননি এবং তাঁর উপর বিরূপও নন। (তাবারী ২৪,৪৮৪, কুরতুবী ২০/৯১) মুজাহিদ (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দিনের আলো এবং রাতের অন্ধকার সৃষ্টিকারী তিনি এবং তিনিই ওর নিয়ন্ত্রণকারী। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে দেয়। (সূরা লাইল, ৯২ : ১-২) তিনি আরও বলেন :

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মোচকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ। (সূরা আন'আম, ৬ : ৯৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ তোমার রাব্ব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি।

ইহকালের তুলনায় পরকালের নি'আমাত অনেক উত্তম

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (হে নাবী!) তোমার রাব্ব তোমাকে ছেড়েও দেননি এবং তোমার সাথে শত্রুতাও করেননি। তোমার জন্য পরকাল ইহকাল অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ইবাদাত করতেন এবং দুনিয়া বিমুখ জীবন যাপন করতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁদের কাছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা নিস্প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন পছন্দ করার সুযোগ দেয়া হয় যে, তিনি কি দুনিয়ায় আজীবন বেঁচে থেকে অবশেষে জান্নাতে দাখিল হতে চান, নাকি আল্লাহর সান্নিধ্যে ফিরে যেতে চান, তখন তিনি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী নিম্ন স্তরের নিঃশেষিত নি'আমাতের চেয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য যে অশেষ নি'আমাত রয়েছে তাকে প্রাধান্য দেন।

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন। ফলে তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। ঘুম থেকে জেগে উঠার পর তিনি তাঁর দেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। তাই আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! চাটাইয়ের উপর আমাকে নরম কোন কিছু বিছিয়ে দেয়ার অনুমতি দিন! তিনি আমার এ কথা শুনে বললেন : ‘পৃথিবীর সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি কোথায় এবং দুনিয়া কোথায়? আমার এবং দুনিয়ার দৃষ্টান্ত তো সেই পথচারী পথিকের মত যে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, অতঃপর ঐ স্থান ত্যাগ করে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশে চলে যায়।’ এ হাদীসটি জামে তিরমিযীতেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) ইব্ন মাসউদের (রাঃ) বরাতে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ১/৩৯১, তিরমিযী ৭/৪৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৬)

আল্লাহ তা‘আলার নাবীর (সাঃ) জন্য পরকালে অসংখ্য নি‘আমাত জমা করে রাখা হয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى তোমার রাব্ব তোমাকে আখিরাতে তোমার উম্মাতের জন্য এত নি‘আমাত দিবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে। তোমাকে বিশেষ সম্মান দান করা হবে। বিশেষভাবে হাউযে কাওছার দান করা হবে। সেই হাউযে কাওছারের কিনারায় খাঁটি মুক্তার তাঁবু থাকবে। ওর দুই তীরের মাটি হবে নির্ভেজাল মিশ্কের সুগন্ধিযুক্ত। এ সম্পর্কিত হাদীস অচিরেই বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু আমর আওয়ায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : ‘যে সব ধনাগার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সেগুলি একে একে তাঁকে দেখানো হয়। এতে তিনি খুবই খুশী হন। তারপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। জান্নাতে তাঁকে দশ লক্ষ প্রাসাদ দেয়া হবে। প্রত্যেক প্রাসাদে যত খুশি চান তত পবিত্র স্ত্রী

এবং উৎকৃষ্ট মানের খাদ্যে রাখা হয়েছে।’ ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিমও (রহঃ) ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি উদ্ধৃতি করে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৪৮৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রাপ্ত হয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস সহীহ বলে সাব্যস্ত।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি আল্লাহ সুবহানাহুর দেয়া কতিপয় নি‘আমাত

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নি‘আমাতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন : اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَىٰ হে নাবী! তুমি ইয়াতীম থাকা অবস্থায় আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন, হিফাযাত করেছেন, প্রতিপালন করেছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম লাভের পূর্বেই তাঁর পিতা ইস্তেকাল করেছিলেন। ছয় বছর বয়সে তাঁর স্নেহময়ী মা মারা যান। তারপর তিনি তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তাঁর দাদাও পরপারে চলে যান। অতঃপর তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের নিকট প্রতিপালিত হতে থাকেন। আবু তালিব তাঁকে সর্বাত্মক দেখাশুনা এবং সাহায্য করেন। তিনি তাঁর স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রকে খুবই সম্মান করতেন, মর্যাদা দিতেন এবং স্বজাতির বিরোধিতার মুকাবিলা করতেন। নিজেকে তিনি ঢাল হিসাবে উপস্থাপন করতেন। চল্লিশ বছর বয়সের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত লাভ করেন। কুরাইশরা তখন তাঁর ভীষণ বিরোধী এমনকি প্রাণের দুষমন হয়ে গেল। আবু তালিব মুশরিক মূর্তিপূজক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহায়তা দান করতেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে লড়াই করতেন। এই সুব্যবস্থা আল্লাহপাকের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতেই হয়েছিল। হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে আবু তালিবও ইস্তেকাল করেন। এবার কাফির মুশরিকরা কঠিনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আল্লাহ তা‘আলা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাদীনায হিজরাত করার অনুমতি দেন এবং মাদীনার আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়কে তাঁর সাহায্যকারী বানিয়ে দেন। ঐ দয়ালু আনসার ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর

সাহাবীগণকে (রাঃ) আশ্রয় দিয়েছেন, জায়গা দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। আর শত্রুদের মুকাবিলায় বীরের মত সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! এ সবই আল্লাহর মেহেরবানী, অনুগ্রহ এবং রহম ও করমের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : **وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ** তোমাকে আল্লাহ তা‘আলা পথহারা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। যেমন অন্যত্র রয়েছে :

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكْتُبُ وَلَا

الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۖ نَّهْدَىٰ بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সূরা শুরা, ৪২ : ৫২) আল্লাহ তা‘আলা এরপর বলেন :

فَاعْنِي হে নাবী! তিনি (আল্লাহ) তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর তিনি তোমাকে অভাবমুক্ত করলেন। ফলে ধৈর্যধারণকারী দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ধনীর মর্যাদা তুমি লাভ করেছ। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন!

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ধন সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত ধনশীলতা নয়, বরং প্রকৃত ধনশীলতা হচ্ছে মনের ধনশীলতা।’ (ফাতহুল বারী ১১/২৭৬, মুসলিম ২/৭২৬)

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি ইসলামকে কবুল করার সুযোগ পেয়েছে, প্রয়োজন মিটানোর জন্য আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তা যথেষ্ট মনে করেছে এবং তাতেই সন্তুষ্ট হয়েছে সে সাফল্য লাভ করেছে।’ (মুসলিম ২/৭৩০)

আল্লাহর দেয়া নি‘আমাতের কিভাবে

শোকর আদায় করতে হবে

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : **فَلَا تَقْهَرْ** **فَأَمَّا الْيَتِيمَ** সূতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়োনা। অর্থাৎ আল্লাহ যেমন তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন, তুমিও তেমনি ইয়াতীমকে ধমক দিওনা এবং তার সাথে দুর্ব্যবহার করনা, বরং তার সাথে সদ্যবহার কর এবং নিজের ইয়াতীম হওয়ার কথা ভুলে যেওনা।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরো বলেন : **وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ** যাধগকারীকে ভৎসনা করনা। তুমি যেমন পথহারা ছিলে, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত বা পথের দিশা দিয়েছেন, তেমনি কেহ তোমাকে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে তাকে রুঢ় ব্যবহার দ্বারা সরিয়ে দিওনা। গরীব, মিসকীন, এবং দুর্বল লোকদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করনা। তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করনা। তাদেরকে কড়া কথা বলনা। ইয়াতীম মিসকীনদেরকে যদি কিছু না দিতে পার তাহলে ভাল ও নরম কথা বলে তাদেরকে বিদায় কর এবং ভালভাবে তাদের প্রশ্নের জবাব দাও।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** নিজের রবের নি‘আমাতসমূহ বর্ণনা করতে থাক। অর্থাৎ যেমন আমি তোমার দারিদ্রতাকে ঐশ্বর্যে পরিবর্তিত করেছি, তেমনি তুমিও আমার এ সব নি‘আমাতের কথা বর্ণনা করতে থাক।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যারা মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা তারা আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।’ ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (হাদীস নং ৫/১৫৭ ও ৬/৮৭)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি কোন নি‘আমাত লাভ করার পর তা অন্যদের কাছে বর্ণনা করেছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, আর যে তা গোপন করেছে সে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দানকারী।’ (আবু দাউদ ৫/১৫৯)

সূরা দুহা এর তাফসীর সমাপ্ত।